অগ্রন্থিত গল্প

মৃত সমুদ্রে

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ভূমিকা : শাহজাহান হাফিজ

ষাটের দশকের করতলে বিধৃত, স্বপ্ন-বিষাদে পরিপূর্ণ প্রথম যৌবনের স্মৃতিমুখর দিনগুলির কথা মনে হলে আজো জীবন গভীর ভালোবাসার উজ্জ্বল-স্মৃতিতে ভরে ওঠে। ছিলাম তখন ইকবাল হলে (বর্তমানে, জহুরুল হক হল)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের শেষে, ছুটির দিনের অবসরে, আমরা-বন্ধুরা : আবদুল মান্নান সৈয়দ (অশোক সৈয়দ ছদ্মনামে লিখতো তখন), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, লতাফত হোসেন, মফিজুল আলম, আমিনুল ইসলাম বদু ও আমি-প্রায়ই মিলিত হতাম। মিলিত হতাম কখনো আমার হলের কামরায়, কখনো নিউমার্কেটের নির্জন রেস্তোরাঁয়, কখনো আবদুল মান্নান সৈয়দের গ্রিন রোডের বৃক্ষশোভিত বাসার লনে। আমরা সবাই তখন সবে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছি। নতুন লিখছি। তাই আমরা চাইতাম নতুন কিছু, আলাদা কিছু সৃষ্টি করতে। এই বিশেষ চিন্তা-চেতনা থেকেই আমরা *সাম্প্রতিক* নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে প্রায় '৬৪ সালের কথা। বন্ধুরা *সাম্প্রতিক* সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিল আমাকে। মনে পড়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রস্তাব করেছিল আমার নাম এবং বন্ধুরা সবাই তা মেনে নিয়েছিল। সে-সময়ে আমি *ইকবাল হল বার্ষিকী* ও *নতুন বাঁক নতুন আলো* নামে একটি কবিতাপত্র সম্পাদনা করে বন্ধু মহলে কিছুটা পরিচিত হয়েছি, সে জন্যই তারা আমার ওপর সম্পাদকের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল।

তো, আমাদের-বন্ধুদের-সবার মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত সেই *সাম্প্রতিক* সাহিত্যপত্রেই আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে মুদ্রিত হয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প 'মৃত সমুদ্রে'। ইলিয়াসের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ-*অন্যঘরে অন্যস্বর, খোঁয়ারি, দুধভাতে উৎপাত, দোযখের ওম* ও *স্বপ্নের জাল, জাল স্বপ্ন*; এমনকি তার *রচনাসমগ্র*, কি *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*-কোথাও এই গল্পটি মুদ্রিত হয়নি।

সমুদ্রকে, সমুদ্রের বিরতিবিচ্ছিন্ন বিরাট সৈকতকে অন্তরঙ্গ করছি আমরা, আমরা আন্তরিক করছি আর স্নিগ্ধ একটি গভীর অনুভব প্রবল বিস্তৃতির জন্য আরো গতিময়, আরো গতিময়, আরো।

এই সমুদ্রের প্রায় তীরে আমাদের বাড়ি। এই বাড়ি অনেকদিন থেকে সমুদ্রকে মুখ করে জেগে আছে। পূর্বপুরুষদের থেকেই আমাদের পরিবারের সবাই চেতনাকে উত্তপ্ত রাখে। আমাদের শহরের সবাই সমুদ্রকে অস্তিত্ব দ্যায় অতি অনায়াস স্বাভাবিকতায়। বহুপুরুষ থেকে এখানকার অধিবাসীরা এই সমুদ্র দেখে, শুঁকে আর শুনে, নোনতা উচ্ছসিত ঢেউ গুণে আর স্বপ্ন দেখে আর নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। আর আমরা, আহা আমরা গভীরভাবে আলোড়িত হই, স্নিগ্ধ বিচলিত হই যখন একটি তীক্ষ্ণ, সুন্দর, কি ভালো যন্ত্রণা আমাদের হৃদয়ে সোনালী কাঁদে যে তোমরা তোমাদেরি বহুকালের সৈকতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের নীল আশীর্বাদের পবিত্র আশ্রয়ে অন্তরঙ্গ হচ্ছো, সমুদ্রের গভীর আবেগকে টেনে নেবার কি ব্যাকুল আগ্রহে তোমরা কাঁপা কাঁপা; কি প্রবল সৎ বেদনা তোমাদের সমুদ্রের অনন্ত অস্পষ্টতাকে একসঙ্গে অনুভব করার জন্যে।

শাদা মেঘের মতো এই ইনোসেন্ট কান্নার নিরুদ্বিগ্ন আলোয় আমরা, সমুদ্রকে বহুপুরুষ থেকে নিঃশ্বাস নেয়া দুটো তরুণ চেতনা, মধ্যরাত্রির আতঙ্কের মতো অসহায় আনন্দকে অঙ্গীকার করি, আমরা দু'জনেই সত্যতম, হৃদয়তম অনুভবে নিজেদের সম্পূর্ণ খুলে দেবো। সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত্রি সময় করতে পারলেই এখানে চলে আসি। আমরা, কি আশ্চর্য, যে কোনো একজন যে কোনো সময় এলে অন্যজনকে তাকিয়ে থাকতে দেখি।

পাশাপাশি বসি, কিংবা দাঁড়াই বা শুয়ে থাকি সুন্দর ক্লান্তিতে। এই জায়গায় সমস্ত উষ্ণ আর লুপ্ত আত্মা, সময়কে কেবলি কেঁদে চলা নীল নীল, ভরা ভরা ঢেউ আর বালুমাখা বিস্তীর্ণ সৈকত আর দূরে দূরে লুটেপুটে খাওয়া ছেলেমেয়েরা, আমাদের বাড়ি আর সন্ধ্যার আজান, কুয়াশাঢাকা রাত্রির গোরস্থান সব মিলিয়ে একটি ঝাপসা অনুভবকে আমরা শুনতে থাকি যখোন কথা বলি কিংবা তাকাই নিঃশব্দ। এই সমগ্র চেতনা আমাদের আকুল করে, প্রবল একটি বেদনায় তীক্ষ্ণ আমরা। আর এই বেদনা আমাদের ভিজিয়ে দ্যায় সোনার যন্ত্রণায়। শান্ত, বিষাদ, নরোম সোনার যন্ত্রণা। একজনকে আরেকজন উপহার দিই সবচেয়ে গতিবান, সবচেয়ে প্রবল আর সত্য আর গভীর অনুভবকে। উপহার দিই আর একটি স্পন্দিত উপলব্ধি রক্তকে আরো আরো বিশ্বাসী করে, আমরা আমাদের অনুভবকে আরো চিনে; দুজনেরি সমস্ত আলোকিত, অন্ধকার আর ঝাপসা কোণগুলো আমরা জানবো, জানবো আমরা, আমরা।

বাতাসিত ঢেউগুলো যখোন চঞ্চল হয় কিংবা জোয়ারে স্পন্দিত, জল ছড়িয়ে যায়, বিষণ্ন ওর শাড়ির লাল প্রান্ত ভিজে ওঠে, ও নিঃশব্দ তাকায় আমার চোখে। শিল্পীর তৃপ্তির মতো সমুদ্রের আলো দিয়ে ওর সমস্ত হৃদয় তখন স্বচ্ছ। আকণ্ঠ সঙ্গীতমাখা সন্ধ্যার কুয়াশা উন্মনা ক্লান্তিতে ওকে মাখে আর আমি একটি ঝাপসাকে দেখি, অনন্ত ঝাপসা, অন্ধকার একটি অনুভব; আর সেই প্রাণবান উষ্ণতার স্বাদ নিই অন্ধকারে নিটোল আতঙ্কের মতো। একজনের আলোকিত, অন্ধকার, ঝাপসা চোখের সূক্ষ্ম কোণে কোণে উত্তাপকে উপভোগ করি আরেকজন। গভীরতায়, ব্যাপক ও প্রবল একটি স্পন্দনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, দ্রুতবেগে, নোঙরা খবরের গতিতে, কাঁপতে কাঁপতে বাড়তে বাড়তে, টলতে টলতে।

যখোন রাত্রি, সমুদ্র আর সমুদ্রসৈকতে প্রাচীন কোনো ক্ল্যাসিককে শোনা যায়; প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের নিপুণ কাঠিন্য, ল্যাটিন মহাকাব্যের অখণ্ড সম্পূর্ণতা-সব মিলিয়ে একটি আবহ, য়্যামোন একটি-মনে হয় কোনোদিন অতিক্রম করা যাবে না যাকে। যাবে না কিন্তু আমরা একজন আরেকজনকে প্রতিটি অনুভবকে উপহার দিই য়্যাখোনো না জানা একটিকে ধরবার জন্যে। আরো অসহায় ব্যাকুল করুণ স্পন্দমান প্রাণবান হই অসহ্য মনে হওয়া অনিবার্য রাত্রিতে। আমরা কেবলি কথা বলি, কথা বলি যখোন রাত্রি আসে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত অজস্র বিচিত্র কথার মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকি সঙ্গীতের মতো। এই জায়গার সকলের কথা আমরা বলি। এখানকার অধিবাসী সবাই রক্তের উত্তাপে সমুদ্রকে শোঁকে। সমুদ্রের কথা সবাই বলে, সমুদ্রসৈকতের কথা। আমরা এই সমুদ্রকে সম্পূর্ণ জানি না। এখানে দাঁড়িয়ে কতোটুকু দেখবো? শেষরাত্রে প্রায়ই ঘুম ভেঙে গ্যালে যখোন অশান্ত সমুদ্রকে শুনি, আমার মনে হয়, সমুদ্রের কথা কেউ জানে না, কেউ না কেউ না। আমরা কেবলি সমুদ্রের কথা জানতে চাই, সমুদ্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবো। রাত্রি, অন্ধকার ভয় আর আনন্দ, না জানা সব অনুভব ব্যাকুল বুকে প্রকাশ করি। নিজেদের কথা বলি, ওর মা-বাবা-ভাইবোনদের, ঝরে পড়া-বিশ্বাস বন্ধু আর সৃজনদের কথা-সব, আমাদের সঙ্গীতে সব আছে। ও সবচেয়ে স্নিগ্ধ করে গাইতে পারে ওর ছেলেবেলাকে আর সেইটেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। ওর ছেলেবেলা সমুদ্রের বিরতিহীন সৈকতে কেবলি হামাগুড়ি দ্যায়। অনবরত হামাগুড়ি দেয়া এই সোনার ছেলেবেলাকে দেখতে দেখতে ও কি সুন্দর করে, বিষাদ করুণ করে গাইতে থাকে। আহা! আমিও যদি আমার ছেলেবেলাকে য়্যামোন করে গাইতে পারতুম, যদি পারতুম, ইস!

‘তোমার ছেলেবেলার কথা বলো না লক্ষ্মীটি!’ এই অনুরোধ আমাকে উদ্ধার করে এক ধরনের কলঙ্কিত উদ্বিগ্ন ক্লান্তিতে পতন থাকে। ও জানে আমার ছেলেবেলা কতো ঘনিষ্ঠভাবে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমার চেয়েও।

কিন্তু সেখান থেকে সোনালী বেদনাগুলো বেছে নেয়া কি দুরূহ। কি ভয়াবহ কঠিন। অসম্ভব। পলিন! পলি! তুমি আমাকে তুলে এনেছো, টেনে তুলেছো; আমার যথার্থ অনুভবকে পাইয়ে দিয়েছো তুমি, তোমাকে ধরেই আমি অনুভব করলুম আমার সৎ রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহকে। তোমার আগে আমি কি? আমি কি পলিন তোমার আগে? আমার ছেলেবেলাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই আমি, নিশ্চিহ্ন করে দিতে; আমার কদর্য ছেলেবেলাকে তোমাকে ধরেই আমি ̄ন করে ফেলেছি। আমার ছেলেবেলা একটি কোনোদিন ভালো-না-হওয়া ইনসমনিয়া, কোনোদিন ভালো না হওয়া, যেখানে একমাত্র কান্না থাকে ঘুমের জন্যে, নিটোল স্বচ্ছ মৃত্যুর মতো ঘুম-। ঘুম যা গলা টিপে নিঃশব্দ করে রাখে যে কোনো ধরনের বেঁচে থাকাকে।

'কাপড় খোল।'

'লে লে, তাড়াতাড়ি প্যান্টটা খোল না বে।'

কদর্য! কি কদর্য! তুমি দেখতে পাচ্ছো, তুমি পাচ্ছো পলিন? এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকতে বহুজন আবৃত কি ভয়াবহ নিঃসঙ্গ, কি নিঃসঙ্গ কদর্য আমি, নোঙরা ছেলেবেলা আমার ন্যাঙটা হয়ে অশ্লীলে লাফ দ্যায়। পলিন, তুমি আমার নিঃশব্দকে তাকাও, দ্যাখো, কি কদর্য, দ্যাখো।

'এই শালা, খোল না। হাত সরা, বোতাম খুলে ফ্যাল!' সেই লোমশ পাগুলো য়্যাখোন ঝুলছে, কদাকার ঝুলছে। পাগুলো যেখানে মিশে যায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসা জঘন্য, কালো, ভোঁতা কিন্তু মোটা শক্ত একটি লিঙ্গ সমুদ্রসৈকতে বিকট হাসছে আমাকে দৃষ্টিত করে। আমার মুখ ভরা বালু আর বালু, উপুড় হয়ে প্রচণ্ড ওঠানামা সহ্য করতে করতে আমি বালু খাচ্ছি; আর য়্যামোন সময় সাইকেলে এলো, দুঃস্বপ্নের তীব্রতম মুহূর্তের মতো, আরো তিন চারটে বেশি ওজনের শরীর। পলিন, তুমি আমাকে দ্যাখো, তুমি এই বহুকালের সমুদ্রসৈকতকে তাকাও, তাকাও। আমাদের পূর্বপুরুষের বিশাল সমুদ্র, সমুদ্রসৈকত। আমার কুৎসিত ছেলেবেলা কি নির্লজ্জ উলঙ্গ। 'আরে শালা, তুমি এটি লিয়া আসিছো! আগে কবার পারিসনি, হামরা তামাম টাউন উটকাচ্ছি সেই কখোন থ্যাকা।'

'যা বে যা, কাঁইমাই করিস না এটি! লবাবের ব্যাটারা, ঠিক কামের সমুই আসবি। লে বে, তুই আবার লড়িস ক্যা, উপুড় হ'।

রোজ পলিন, প্রত্যেক দিন এরকম, রোজ। বিরাট কোনো শব্দিত প্রাসাদে সবগুলো প্রখর আলোর কি দুঃস্বপ্ন অন্ধকারে অজস্র মানুষের সামনে উলঙ্গ আমাকে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে! আমি কি পড়ে যাবো? আমার নিঃশ্বাস সারাজীবন এমনি কষ্টে বেরুবে? এই মুহূর্ত কি শতাব্দীর চেয়ে দীর্ঘ, অনন্ত কালের মতো? আর সেই কুকুরের বিষাক্ত দাঁতের ছেলেগুলো লাফ দিয়ে পড়লো। বারো তেরো বছরের আমার কাঁচা কৈশোরকে স্বাদ নেবার কি উত্তেজনা ওদের! আমাকে এরা কষ্ট দিচ্ছে, দ্যাখো পলিন, দ্যাখো! আমার সবচেয়ে খারাপ লাগে, কি অসহ্য, বমিতে ভরে গ্যালো আমার গলা, সবাই যখোন স্বাদ নিচ্ছে, সেই দুর্বল ছোকরা 'আহা দাও না, আমাকে একটুখানি।' বলে বারবার ব্যর্থ হলো। চোখকে শানিত করে আত্মরতি আরম্ভ করলো দ্রুত। বমি বেরিয়ে গ্যালো আমার, বালুতে ছড়িয়ে, মুখ, চোখ, নাক তীব্র উদ্বেগের মতো অন্তরঙ্গ করলো বমির অজস্র টক দুর্গন্ধ টুকরোগুলো। সমগ্র সৈকতব্যাপী দৃষ্টির মতো ছড়ানো সেই টুকরোগুলো। আমার নিঃশ্বাসগুলো প্রবেশ করে আর বেরিয়ে যায় ̄ন, রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে, ক্ষীণ, পঙ্গু। আম্মার জন্যে যে রক্তাক্ত অভিযান শৈশবে মাঝে মাঝে নরোম করতো, আহা, কিছুকাল না যেতেই তা থেকেও বিতাড়িত হয়েছি আমি নিঃশব্দ, করুণ। সমুদ্রকে মুখ করে জেগে থাকা পুরোনো বাড়িটার হাঁপানো অন্ধকারে বসে বুড়ো দাদার একঘেঁষে চাপা গোঙানী, গুমোট ও ধোঁয়াটে বিক্ষোভে ভরে দিতো

আমাকে, আমি কি করবো, আমি চলে যাবো কোথাও, বিষ খেয়ে মরবো, কি করি আমি-'ছেলেটা সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে, সারাটাদিন। হায়রে আমার কপাল, আল্লা, আমার কপালে য়্যাতো দুঃখও ছিলো গো আল্লা! চোখের সামনে মোলো বড়োব্যাটা, খোদা রে, হারামজাদী বৌটা নাগোর ধরে পালালো-মাগী খানকির বেটি, শুয়োরের বাচ্ছা,-য়্যাকটা ব্যাটা রেখে চলে গ্যালো-।' কিন্তু পলিন, তুমি আমার রক্তকে বিশ্বাসী করেছো, আমার উষ্ণ রক্ত স্নিগ্ধ শান্তিতে প্রবাহিত, তোমারি জন্যে। আমার মা য়্যাখোন অন্য কারো মা, তার বাবার স্ত্রী, আম্মা আমার সঙ্গে আর নেই, আমি দেখিনি কতোকাল, প্রায় কিছুই মনে নেই আমার। পলিন, তুমি আমার মায়ের স্মৃতিকে জন্ম দিলে। কি সুন্দর, স্বাভাবিক, কি প্রাকৃতিক জন্ম। একটি সবচেয়ে ভালো জায়গা থেকে ধীরে ধীরে ফুল ফোটার মতো, মাথা, তারপর বুক, কোমর, পা-কি নিরাবরণ স্নিগ্ধ আমার মায়ের জন্ম। আকাশ থেকে প্রথমে উদার নীল, এরপর শাদা মেঘ পার হয়ে আমার আম্মা জন্ম নিচ্ছে, শীতের পাহাড়ে স্নো'র মতো ভেসে ভেসে, কি সুন্দর, সহজ জন্ম। আমার মায়ের কি আলোড়িত বিচলিত স্মৃতি, সোনার বেদনা। কি গভীর, মনোরম সোনার বেদনা। আমার মা আমাদের পরিবারের আরো কতো স্নেহময় বেদনাদের জন্ম দিলো। এইসব হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের আমি য়্যাখোন গাইতে পারি একটি প্রাণময় কান্নায়, শীতল, ধীর, সবুজ, ব্রীজি। আমি, তোমার জন্যেই পলিন, আমার প্রথম শৈশবের একটুখানি টুকরোকে ছুঁতে পাচ্ছি। আমার য়্যাকেবারে শৈশব, কারোই মনে থাকে না, আহা আমি সেই প্রথম শৈশবকে তাকাইনি কোনোদিন, কোনোদিন না। সেই নরোম সময়ে ক্যামোন য়্যানো আনমনা বিষাদকে মুখ করেছি। একটি উন্মনা অকারণ বিষাদ, কারো কোনো চেষ্টাতেই না হাসা, হঠাৎ লাফিয়ে পড়া বিড়ালটার 'পর। এরপরও আম্মার জন্যে মাঝে মাঝে করুণ কান্না নিয়মিত আঠার মতো লেগে ছিল। সেই সুন্দর বিষাদ খেলে বেড়াচ্ছে আমাদের প্রধান বাড়িটার অন্ধকারে অন্ধকারে। আমি কোনোদিন তাকালুম না সেইদিকে। কদ্দিনি বা ছিলো প্রথম শৈশবের স্বর্গীয় বিষণ্নতা! কতো তাড়াতাড়ি আমি বিতাড়িত হলুম সেখান থেকে, কতো তাড়াতাড়ি। আর আমি কি নোঙরা, জঘন্য, কদর্য ক্লান্তিকে নিঃশ্বাস নিলুম, কি নোঙরা!

আমি একটি দুঃস্বপ্নকে অস্তিত্ব দিচ্ছি! আমি! আমি! আমি আমার ফ্যাকাশে, লবণহীন রক্তে জানাচ্ছি কেবল একটি উদ্বিগ্ন ক্লান্তিকে। আমাকে স্থায়ী জড়িয়ে আমার বমির টক দুর্গন্ধ টুকরোগুলো। আর সবগুলো, সবগুলো উদ্বিগ্ন, অসহায় ক্লান্তি ম্যাচ্যুরিটি পেলো, অস্থির উল্লাসের আলোয় আলোয়, অনুভব শূন্যতায়। পলিন, তুমি আমার দৃষ্টিকে তাকাও। সেখানে ঘুমিয়ে আমার আগেকার চেতনাশূন্য ক্লান্তি; আমার দৃষ্টিতে য়্যাখোন সেই চেতনাহীনতা অচেতন, রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে ঘুমোয়। আমি সমুদ্রের উপলব্ধিকে ঘনিষ্ঠ করবার জন্যে কি ব্যাকুল। আহা! আমি কি প্রবল আবেগ আর স্পন্দন আর আলোড়নে উত্তুঙ্গ সঙ্গীত। পলিন, তুমি আমার চেতনাহীন নিরাকারকে অচেতন করেছো, ফ্যাকাশে, রক্তহীন; কোনোদিন জাগবে না ও, কোনোদিন আর। তুমি আমাকে জন্ম দিলে, পলিন, তুমি আমার মা! আহা! আমার আম্মার কি সোনার স্মৃতি, সোনার যন্ত্রণা আহা!

আমরা রাত্রিকে শুনতে পাচ্ছি। সমুদ্রের নীল নীল, ভরা ভরা ঢেউগুলো সময়কে কেবলি কেঁদে চলে আর অনিবার্য ক্ল্যাসিক রাত্রিদের, সারাদিনরাত কাঁদে-সারাদিন, সারারাত। আমরা দুজনে একজনের চেতনায় আরেকজন জ্বলছি কেবল।

পলিন, ডিমের মতো সম্পূর্ণ পলি, বিষণ্ন, পেল, স্নিগ্ধ, করুণ পলিন তুমি আমাকে য়্যাতো ভালোবাসলে, য়্যাতো ভালোবাসলে ক্যানো? হেমন্তের শিশিরের মতো ছোটো ছোটো, ধীরে ধীরে, টুপটাপ, হাল্কা, নেই নেই পলিন প্রেম দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। পলিন টুপটাপ হাল্কা, নেই নেই। টুপটাপ, টুপটাপ, ঝরঝর, ঝুরঝুর। ছেলেবেলায় এই

শব্দগুলো কি ভালো লাগতো! শাদা শাদা ছোটো ছোটো ফুল টুপটাপ পড়ে, টুপটাপ বিশটি শুনতে স্বপ্ন মনে হয়। কোনো মেয়ের শবের ওপর ঝুরঝুর করে মাটি ফেললে মনে হয় ফুল। তাহলে মৃত্যুর পর কারো কোনো পাপ থাকে না। জনস্তম্ভের মতো সজল, মেলাঙ্কলি, বিষাদ পলিন প্রেম দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। ঝরে, ঝরে, ঝরে।

'পলিন, পলিন, তুমি য়্যাতো ভালোবাসো কি করে? কি করে তুমি? পলিনের নিঃশব্দ কান্না মৃত্যুর মতো, সমাপ্ত ফুলের মতো ঝরে পড়ছে, আমি ওর নরোম,ম্লান, শাদা হাত টেনে নিলুম আমার কাছে।

'পলি, তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি পলিন, ভীষণ, ভীষণ। আমি য়্যাতো ভালোবাসা সহ্য করবো কি করে? কি করে? পলি!'

'আমারো ভয় করে, ভীষণ ভয় লাগে আমার; আমরা যদি মরে যাই!'

সত্যতম, গভীরতম, আবেগকে আমরা গাইছি, আমরা কাঁদছি আমাদের অনন্ত চেতনাকে; কাঁদছি আর গাইছি। আমরা সহ্য করতে পারি না এই সঙ্গীতকে। এই সঙ্গীত মৃত্যু সৃর্গের মতো ক্যামোন য়্যানো ঝাপসা সন্ধ্যা। আমরা উন্মুখ আরো আরো অনুভবকে পাবার জন্যে। 'প লি ন!' পৃথিবীর হৃদয়তম চুমোর শিশিরে আমি ভরিয়ে দিলুম পলিনের করুণ, নরোম, লালচে গাল। দু'জনে আমরা জড়িয়ে প্রবলভাবে আর উত্তুঙ্গ শিহরণে মাখা আমাদের সমগ্র শরীর জ্বরের অশান্ত অস্থিরতায় ভাসছে। সবচেয়ে গভীরতাকে স্বাদ নেবার জন্যে ব্যাকুল আমরা অসহায়, অনিবার্য আলিঙ্গনে আক্রান্ত। উরুদের মাঝখানে মোমবাতির কচি উত্তাপকে রক্তের মধ্যে প্রবাহিত করে দিয়ে শুয়ে থাকলুম আমরা, নরোম জড়িয়ে। আমরা, সমুদ্রকে ঘনিষ্ঠ করবার বাসনায় ধারালো, বহুপুরুষ থেকে সমুদ্রকে অস্তিত্ব দেয়া দুটো স্পন্দিত অতৃপ্তি। আমরা ক্লান্তিহীন, নীরব পড়ে আছি দু'জনকে উপলব্ধি করবার আনন্দিত আলোড়নে।

'পলিন।'

'পলিন! য়্যাতো সুখ আমি কোনোদিন জানি নি। আমাদের কি গভীর ভালোবাসা পলিন!'

'আমিও, আমিও।' পলিন আন্তরিক করলো কান্নাভরা বিষাদকে, 'তুমি জানো, জানো, য়্যাতো ভালোবাসা কোনোদিন দেখিনি আমি, কোনোদিন না, জানো?'

'আমরা অনেক ভালোবাসলুম, অনেক পলিন!'

'অনেক, অনেক!'

'পৃথিবীর কেউ পারে, কেউ পারে, য়্যাতো সুখকে কেউ জানতে পারে কোনোদিন?'

'কেউ না, কোনো দিন না! পৃথিবীর পৃথিবীর বাইরে কেউ কোনোদিন জানে না। এখানে যারা কতোকাল থেকে আছে তারাও না; কেউ য়্যাতো সত্য হৃদয়কে বলতে জানে না।'

হিংস্র বাঘের মধ্যে রক্তের মতো আমরা ভরে আছি, আগুনতম, সত্য হৃৎপিণ্ডে। আশ্চর্য কোনো নতুন কোনো অবয়বী স্রোত কেবলি ঠেলে দিচ্ছে প্রচুর, উছলে পড়া, হাল্কা পিঙ্ক কোনো অনিবার্য ব্যাকুলতায়। এই অতল ব্যাকুলতা কাল দিয়ে পরীক্ষিত, ম্যাচুর্ড, গম্ভীর ভেজা সৃরে সমস্ত সৎ অনুভবকে অস্থির করে, আরো অস্থির, সবচেয়ে গভীর প্রেম দিয়ে আমরা তীক্ষ্ণ, সবচেয়ে ভালোবাসায়। কেবলি স্পন্দিত, প্রবল আবেগে শিহরিত আমরা উপচে পড়ছি রক্তগোলাপ হৃৎপিণ্ডের টকটকে লালে।

'পলিন, আমরা য়্যাতো বিশালকে সুখ করছি, কি গভীর আবেগকে!'

পলিন, আমরা য়্যাতো জানলুম। আমরা সমুদ্রের গভীর ঝাপসাকে তাকিয়ে দু'জনে য়্যাতো, য়্যাতো উত্তাপে স্পন্দিত। আমরা সহ্য করতে পারবো কি? আমরা মরে যাবো, পলিন, আমরা মরে যাবো, বোধ হয়।' হ্যাঁ, আমরা মরবো, মারা যাবো, এসো আমরা একসঙ্গে মরি, আত্মহত্যা করি দু'জনে।

'প লি ন!'

'আমরা আত্মহত্যা করি, এসো। আমরা সমুদ্রে আত্মহত্যা করবো, চলো, চলো।'

'আমরা আত্মহত্যা করবো।'

'আত্মহত্যা, সমুদ্রে আত্মহত্যা করবো আমরা।'

'আত্মহত্যা, সমুদ্রে স্বেচ্ছামৃত্যু, আত্মহনন।' উত্তুঙ্গ রক্তের স্বরে আমরা গভীর অতল ঝাপসা সমুদ্রকে অঙ্গীকার করলুম।

'সমুদ্রে আমরা দু'জন আত্মহত্যা করবো।'

সজল পলিনের সঙ্গে আমি, আমরা দু'জন সৈকত, সৈকতের পেছনে আমাদের বাড়ি, বাপ মা, ভাই-বোন, কুয়াশাঢাকা গোরস্থান, মসজিদের অলৌকিক মিনার, ছেলেবেলা থেকে পরিচিত কতো সব ভয় আর আনন্দ- সবাইকে আগুনের মতো ভরা তাকিয়ে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তিলে তিলে জমা সঙ্গীতকে কাঁদলুম। নিটোল, অনাঘ্রাত স্তনের মতো সম্পূর্ণ, প্রবল প্রাণে থরথর, শেষ নেই সঙ্গীতকে।

মার গায়ের গন্ধের মতো হাত ধরাধরি করে এগুচ্ছি আমরা আর জলের ঢেউভরা প্রবাহ ভিজিয়ে দিচ্ছে। ক্রমেই খেই নেই, খেইহীন আমরা। ডুবে ডুবে আর ভেসে ভেসে। মুখ ভরে যাচ্ছে নোনতা জলে। আমরা জড়িয়ে আছি। হাত কেবলি শিথিল হয়ে যায়, শরীর অবসন্ন। সমুদ্রের অতলতাকে অনুভব করবো আমরা, ঝাপসা অন্তরঙ্গতাকে। বারবার ভেসে উঠছি, বারবার। বিরতিহীন সমুদ্রের সবচেয়ে হৃৎপিণ্ডে যাবো; অতল অনুভবের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডে। হাত শিথিল হয়ে আসছে; জলের ওপর স্থির কঠিনতায় শুয়ে থাকে ক্ল্যাসিক রাত্রি। রাত্রির অপ্রবেশ্য স্কাল্পচারে অসহায় মাথা ঠোকা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না, ভাসছি জলের ওপর। রাত্রিকে অতিক্রম করে পৌঁছবো সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডে। তলহীন নোনা সমুদ্র, বিশাল সৈকত আমাদের এই ছোট্টো শহরের সবাইকে তিল তিল করে জমে ওঠার জন্যে বাতাস দিয়েছে, আর সঙ্গীত আর ক্রন্দন। আমি এখানে ডুবে যেতে পাচ্ছি না। ভেসে উঠছি কেবলি। শরীরের কিছুটা পাতলা জলের নিচে, আবার ভেসে উঠি কাগজের মতো, কাঠের মতো, রাবার প্ল্যাষ্টিকের ষ্টীমারের মতো। ঢেউয়ের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পলিন ডোবার জন্যে প্রাণপণ ব্যর্থ প্রয়াসে ভেজা। কাগজের মতো ভাসছে পলিন। জলের মধ্যে কাগজ ভাসে। আমি আমার ইনসমনিয়া-ছেলেবেলায় কোনোদিন ভাসাইনি কাগজের নৌকো, কোনোদিন না। পলিন, পলিন, তুমি আমার সেই উদ্বিগ্ন শীতলতাকে হত্যা করেছো। আমরা এই সমুদ্রে একসঙ্গে ডুবে যাচ্ছি, একসঙ্গে; আত্মহত্যা সমুদ্রের অতল অন্ধকার হৃৎপিণ্ডে আত্মহনন আমাদের। আমি ডুবতে পাচ্ছি না ক্যানো? আমরা ভাসছি কেবলি। কাগজ ভাসে, প্ল্যাষ্টিক, ষ্টীমার। আমি কোনোদিন ষ্টীমারে চড়িনি, কোনোদিন না। আমার বুড়ো দাদাও না। আমাদের এখানকার কোনো লোক ষ্টীমারে সমুদ্র কেটেছে শুনলেই চাপা স্বরে বকতো দাদা, 'সব ফাঁকিবাজ, মিথ্যেবাদী পাপীর দল, বড়োজোর এক মাইল ঘুরে এসেছে ব্যাটা; তোমরা বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো অই শয়তানকে? সমুদ্র কেটেছে! অতো সোজা সমুদ্র কাটা!' আমরা সমুদ্রে এলুম, আমরা সমুদ্রের ভেতরে যাচ্ছি, সবচেয়ে ভেতরে, জ্বলন্ত অন্তরে। ডুবতে পাচ্ছি না ডুবতে পাচ্ছি না আমি। আমরা সমুদ্রে ডুববো। কেবল ক্লান্তি আমার ক্লান্তি শুধু। ক্লান্তির নিচে, জলের ওপরে, ভেতরে যাবার প্রবল ব্যাকুলতায় নীরবে ভাসছি। আমরা হাত ছেড়ে দেবার পরে অনেকক্ষণ পাশাপাশি চলেছি ভাসতে ভাসতে। পলিন কোন্‌দিকে ভেসে গ্যালো, কোন্‌দিকে? রাত্রি দিয়ে পলিনকে ঘন, জমাটে একটি অখণ্ড অন্ধকার দ্যাখা যাচ্ছে। আমরা জড়িয়ে ছিলুম অনেকক্ষণ, তারপর পাশাপাশি। স্টেপ হারিয়ে ফেললুম কোথায় য্যানো। ক্ল্যাসিক শীতলতায় ঢেউগুলো পরিমিত ওঠানামায় নিয়োজিত, পরিমিত, মনে হয় ঠিক ঠিক, নিয়মিত। ঠেলে দিচ্ছে

ঠেলে দিচ্ছে আমাকে। সামনে পেছনে, পাশে সবদিকে যাচ্ছি বারবার, পাতলা জলের নীচে একটু ডুবেই ভেসে উঠছি আবার। সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছবার জন্যে পাগোল দুটো চেতনা।

মৃত্যু আসুক, সমুদ্রের ঝাপসা অনন্তকে স্পর্শ করবো আমি, মৃত্যু আসুক এই অনিবার্য রাত্রির স্বাভাবিক অলৌকিকতায়। ক্লান্ত বোধ করছি আমি, য়্যাতো ক্লান্তি, য়্যাতো। ডুবতে পারি না, ডুবতে পাচ্ছি না, আমি। পলিন য়্যাখোন কোথায় ভেসে গ্যালো! পলিন কি সমুদ্রের স্বাদকে বুঝতে পাচ্ছে? আমার ওপরে মাঝে মাঝে পাতলা জল, প্রায়ই শুধু নীচে। আমি কেবলি ভাসবো, কেবলি ভাসবো? পলিন কি মধ্যসমুদ্রে নিমজ্জিত হবার ব্যর্থতায় নিবেদিত? সমুদ্রে আমাদের টেনে নিতে পারে না ক্যানো? ভাসতেই থাকি যদি আমি, অবিরাম, অনবরত! রাত্রির স্কাল্পচারকে অতিক্রম করে যখোন দিন, তখোনো যদি না পারি সমুদ্রকে গভীর অনুভবে জানতে? যদি না পারি! কোনো দিন সমুদ্রের প্রাণবান উষ্ণতাকে শুনবো না? রাত্রির ম্যাচ্যুর্ভে নিরুদ্বিগ্নে আর দিনের জলরঙ চিত্রের ঝলকানো আলোয় ভাসবো কেবলি? ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে ভেসে কেবলি ভয় হচ্ছে আমার, সমুদ্র যদি কোনো দিন ভেতরে নিতে না পারে? না পারে যদি? ইনোসেন্ট, অন্ধকার, সোনার যন্ত্রণা আমরা রেখে এলুম, রেখে এলুম সৈকতের কুয়াশার তলে। সমুদ্রের অনন্ত অস্পষ্টতার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডকে বিশ্বাস নেবার জন্য গরোম বেদনায় সংরক্ত আমি। আমি ভাসছি, রাত্রির নীচে শুধু ভাসছি আমি। ক্লান্ত, ক্লান্ত। রাত্রির মধ্যে দিয়ে আমি বাড়ছি, বেড়ে যাচ্ছি। বয়েস হচ্ছে, বয়েস হচ্ছে আমার, ক্লান্ত, ক্লান্ত। বুড়ো দাদার বয়েস কতো হয়েছে? বুড়ো দাদার বয়েস অনেক। কতো দিন থেকে, কতো দিন থেকে, কতো দিন সমুদ্র দেখেছে দাদা? আমিও অনেক হয়ে যাবো, বুড়ো, বুড়ো বুড়ো। প্রাচীন আর ভারী। আমি দিন ও রাত্রির সমাপ্তিকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কেবলি ভাসবো, নিঃশ্বাস নিতে, নিতে, নিতে? সমুদ্র কোনোদিন হৃৎপিণ্ডে নিয়ে যেতে পারবে না? কেবলি ভাসবো আমি ভাসবো। শুনবো নিরুদ্বিগ্ন ঢেউগুলো নিয়মিত, পরিমিত চঞ্চল? ভাসবো কি কেবলি সমুদ্রের পাতলা, চেতনাহীন জলকে ফ্যাকাশে, নিরুনভব অস্তিত্ব দিতে দিতে?